ভগবান

বনাম

মুম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র রাজ্য

(ফৌজদারি আপিল নং ৩৮৫/২০১০)

আগস্ট ০৭, ২০১৯

[সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং কে.এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০:

ধারা ৩০২ এবং ৩২৬ - স্ত্রীকে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে হত্যার কারণে: মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন জবানবন্দী - অভিযুক্ত কর্তৃক লেখক - মৃত্যুকালীন জবানবন্দী পর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করে যে অভিযুক্তই অপরাধী - রেকর্ডকারী পুলিশ আধিকারিক এবং চিকিৎসা আধিকারিকের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত - দুর্ঘটনাজনিত পতনের কারণে পোড়ার জবানবন্দী গ্রহণযোগ্য নয় - নিম্ন আদালত কর্তৃক ধারা ৩০২-এর অধীনে দণ্ড এবং ধারা ৩২৬-এর অধীনে খালাস - সুপ্রিম কোর্টে আপিল - বহাল রাখা হলো - মৃত্যুর কারণ হলো হত্যাকাণ্ড।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করা হয়েছিলোঃ ১. ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় যে সেপটিকমিয়া জনিত বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে যা ব্যাপক পোড়ার কারণে হয়েছিল। মৃত ব্যক্তি ২০.৪.১৯৯৯ তারিখের মধ্যরাতের ঘটনায় ৯২% পোড়ার শিকার হয়েছিলেন। পি.ডব্লিউ.১৩ ডাক্তারের সাক্ষ্য এটিকে স্পষ্ট করে যে ভিকটিমকে ২১.৪.১৯৯৯ তারিখে সকাল ৩.১০ মিনিটে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তার আগে ভিকটিমকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অতএব, ঘটনার পরপরই ভিকটিমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১১ এবং ১২] [১৪৩-জি; ১৪৪-বি-সি]

কালু রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০০০) ১০ এসসিসি ৩২৪ - এর সিদ্ধান্ত পৃথক করা হলো।

২.১ চিকিৎসা আধিকারিক (পি.ডব্লিউ.১৪) রোগীকে পরীক্ষা করেছেন। তিনি তাকে ২-৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি একটি শংসাপত্র দিয়েছেন যে রোগী জবানবন্দী দিতে সক্ষম। তিনি সচেতন ছিলেন এবং শংসাপত্র অনুসারে তিনি সচেতন অবস্থাতেই এসেছেন। এটা সত্য যে জেরা করার সময় তিনি বলেছিলেন যে সচেতন থাকা অবস্থায়ও রোগী মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সক্ষম নাও হতে পারে।

তবে জবানবন্দি দেওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় বলেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে বর্তমান ক্ষেত্রে রোগী সক্ষম ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে শংসাপত্রে উল্লেখ করেননি তবে তিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য সক্ষম ছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন। চিকিৎসা আধিকারিকের দেওয়া জবানবন্দি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে দেখা যায় যে পি.ডব্লিউ. ১৪ পালস রেট মনে রাখতে পারেননি। এই তথ্য পি.ডব্লিউ. ১৪-এর রোগীর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে দেওয়া সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করতে পারে না যে রোগী মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য সক্ষম ছিলেন। তাছাড়া, পি.ডব্লিউ. ৭ যিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন তিনিও চিকিৎসা আধিকারিককে ফিটনেস শংসাপত্র দিতে বলার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তা চিকিৎসা আধিকারিকের সাক্ষ্যকে সমর্থন করে। অতএব, বর্তমান মামলার তথ্যের ভিত্তিতে, পি.ডব্লিউ. ১৪ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুকালীন জবানবন্দি এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণ দ্বারা রোগীর সচেতনতা প্রমাণিত হয় এবং পি.ডব্লিউ. ১৪-এর সাক্ষ্য তার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করবে না। [অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬ এবং ১৭] [১৪৭-এ-ই; ১৪৮-জি]

লক্ষ্মণ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০২) ৬ এসসিসি ৭১০ - অনুসরণ করা হয়েছে।

খুশাল রাও বনাম বোম্বাই রাজ্য এআইআর ১৯৫৮ এসসি ২২ : [১৯৫৮] এসসিআর ৫৫২ - উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২ শুধুমাত্র এই কারণে যে রোগী ৯২% পোড়ার শিকার হয়েছিলেন তা মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না যা অন্যথায় আত্মবিশ্বাসপূর্ণ এবং প্রভাবমুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ১৯] [১৪৯-ই]

বিজয় পাল বনাম দিল্লি সরকার (এনসিটি) (২০১৫) ৪ এসসিসি ৭৪৯ : [২০১৫] ৩ এসসিআর ৩৯৪ - এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

২.৩ মৃত ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপের অনুপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ নয়। পি.ডব্লিউ. ৭ যিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন তিনি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং হাত পুড়ে গিয়েছিল এবং তাই বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই সাক্ষ্য মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২০] [১৪৯-এফ]

২.৪ বর্তমান মামলায় পোড়ার গভীরতা স্পষ্ট নয়। তবে, যখন ডার্মিস সম্পূর্ণরূপে আক্রান্ত হয়, তৃতীয় ডিগ্রীর পোড়ায় কোনো ব্যথা থাকবে না কারণ ডার্মিসে অবস্থিত ব্যথানাশক রিসেপ্টরগুলি মারা যাবে।

বস্তুত পি.ডব্লিউ.১৪ তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে তীব্র পোড়ায় ব্যথা থাকা অপরিহার্য নয়। এটা সত্য যে ডাক্তার ব্যথানাশক ওষুধ দিয়েছেন কারণ পোড়া হয়তো চামড়াকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যাপক পোড়া সত্ত্বেও রোগী প্রশ্ন বুঝতে এবং তার উত্তর দেওয়ার জন্য সচেতন ছিলেন এবং মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে সক্ষম ছিলেন। **[**অনুচ্ছেদ ২২**] [**১৫০-এইচ; ১৫১-এ-বি**]**

২.৫ একটি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি যদি অন্যথায় আদালতের আস্থা অর্জন করে তবে তা দোষী সাব্যস্ত করার একমাত্র ভিত্তি হতে পারে। অন্যথায় এর সমর্থনে সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে। পি.ডব্লিউ.৭ যিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন তিনি জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য থানার রসিদ, হাসপাতালে যাওয়া এবং ডাক্তারের সাথে কথা বলা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এমন কোনো নির্দিষ্ট মামলা উপস্থাপন করা হয়নি যে তিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেননি এবং অন্য কেউ তা করেছিলেন। পি.ডব্লিউ.৭ মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেননি এমন বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তবে, মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে নৈমিত্তিকতা অনুমোদিত নয়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দি যেমন পি.ডব্লিউ.৭ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তেমনই পি.ডব্লিউ.১৪ ডাক্তারের সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত। **[**অনুচ্ছেদ ২৩, ২৪, ২৫**] [**১৫১-সি-এফ-এইচ; ১৫২-এ-বি-জি**]**

৩. কেরোসিন ভর্তি ক্যান ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে না পাঠানো একটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ তৈরি করতে পারে না, মৃত্যুকালীন জবানবন্দির পরিপ্রেক্ষিতে। পি.ডব্লিউ.১-এর বক্তব্য যা ক্যান জব্দ করার বিষয়ে, তা সঠিক নয় কারণ পি.ডব্লিউ.১ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পুলিশ পঞ্চনামার অধীনে প্লাস্টিকের কন্টেইনার জব্দ করেনি। পঞ্চনামার সাক্ষী পি.ডব্লিউ.১-এর সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে উক্ত সাক্ষী **hostile** (বিপক্ষ) ঘোষিত হয়েছিল এবং জব্দ না করার বিষয়ে প্রসিকিউটর কর্তৃক জেরা করার সময় উক্ত বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল। তবে, পি.ডব্লিউ.৪ পঞ্চনামার অন্য একজন সাক্ষী যিনি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে পুলিশ আপেলকারীর ঘর থেকে একটি প্লাস্টিকের কন্টেইনার জব্দ করেছে। **[**অনুচ্ছেদ ২৬**] [**১৫৩-এ-ডি**]**

৪. মৃত্যুকালীন জবানবন্দি যদি মৃতের পোড়ার কারণ এবং আপেলকারী কর্তৃক কৃত অপরাধের লেখক হিসেবে গৃহীত হয় তবে আপেলকারীর হত্যাকাণ্ডকে দুর্ঘটনাজনিত কারণে ল্যাম্পের পতন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ডিডব্লিউ ১-এর সাক্ষ্যও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ডিডব্লিউ ২-এর সাক্ষ্যও বিশ্বাসযোগ্য নয়। পিডব্লিউ ৯-এর সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় যে প্রদর্শনী ৬৪ এমএলসি তথ্যে দুর্ঘটনাজনিত পোড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা দেখানো হয়নি যে এই ধরনের বক্তব্য মৃতের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই তার মুখ থেকে বের হওয়া উচিত ছিল। [অনুচ্ছেদ ২৮, ২৯, ৩১ এবং ৩২] [১৫৪-বি-ডি-জি; ১৫৫-ডি-ই]

৫. আপেলকারী এবং তার দুই পুত্র যে পোড়ার শিকার হয়েছিল তা আপেলকারী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রসিকিউশনের বিবরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আপেলকারী মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন, তিনি কেরোসিন ঢেলেছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় আঘাতের তীব্রতায় মৃত ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন এবং তার প্রতিক্রিয়া তাকে এবং তার সন্তানদের সহ একটি ছোট ঘরে অন্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনবে। নিঃসন্দেহে বিচারকারী আদালত যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপেলকারী পরবর্তীতে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে আপেলকারীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মৃত স্ত্রীর দ্ব্যর্থহীন কথাগুলি তার মুখ থেকে এসেছে যা মিথ্যা বলার জন্য সচেতন না হয়ে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে দেখা করার প্রত্যাশা করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ৩৩] [১৫৫-এফ-এইচ]

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৫৮] এসসিআর ৫৫২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮
(২০০০) ১০ এসসিসি ৩২৪	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১২
(২০০২) ৬ এসসিসি ৭১০	অনুসরণ করেছে	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১৫] ৩ এসসিআর ৩৯৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ার : ফৌজদারি আপিল নং ৩৮৫/২০১০।

বোম্বাইয়ের বিচারিক আদালতের নাগপুর বেঞ্চের ফৌজদারি আপিল নং ৪৮৮/২০০২-এর ১৯.০৪.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

আপেলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এ. সিরাজুদ্দীন, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, শ্রীমতি মঞ্জিত চাওলা, অ্যাডভোকেট।

ভগবান বনাম মুম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র ১৩৯
সচিবের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র রাজ্য

বাদীপক্ষের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী নিশান্ত রামকান্তরাও কাটনেশ্বরকার, অনুপ কান্দারী।

আদালতের রায় প্রদান করেন কে. এম. জোসেফ, বিচারপতি।

১. এই আপিল বিশেষ অনুমতি বলে বহাল রাখা হয়েছে যা এই আদালতের উচ্চ আদালতের রায় খারিজ করে এবং অতিরিক্ত দায়রা বিচারক পুসাদ কর্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (সংক্ষেপে 'আইপিসি')-এর ৩০২ ধারার অধীনে প্রদত্ত দণ্ড বহাল রাখার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে বাদীপক্ষের মামলাটি নিম্নরূপ:

আপেলকারীর ১২.০৫.১৯৯৫ তারিখে মৃতের সাথে বিবাহ হয়েছিল। তাদের দুটি পুত্রসন্তান হয়। আপেলকারীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পর্ক থাকার অভিযোগ ছিল। তিনি মদ্যপানও করতেন। তিনি প্রায়শই তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতেন এবং দুর্ব্যবহার করতেন। ১৯.৪.১৯৯৯ তারিখে রাত প্রায় ১২টায় তিনি বাড়িতে আসেন এবং তার স্ত্রীকে মারধর করেন এবং অতঃপর তার শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। মৃত ব্যক্তিকে ২১.৪.১৯৯৯ তারিখে ভোর প্রায় ২টায় আরনি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তার সাথে তার দুই ছেলেও ছিল যারা পোড়ার শিকার হয়েছিল। আপেলকারী নিজেও সামান্য পুড়ে যান। ২২.৪.১৯৯৯ তারিখে রাম আউদারে মৃতের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেন। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে আপেলকারীকে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরানোর জন্য অভিযুক্ত করা হয়। ২৩.৪.১৯৯৯ তারিখে পোড়ার কারণে মৃতের মৃত্যু হয়। আপেলকারীকে ৫.৬.১৯৯৯ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত শেষে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩২৬ ধারার অধীনে স্বেচ্ছায় গুরুতর আঘাতের অভিযোগে একটি চার্জশিট দাখিল করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারার অধীনে একটি অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল এবং বিচারকারী আদালত ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে আপেলকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারার অধীনে অপরাধ খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে, আপেলকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছিল।

২. আমরা আপেলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবীর বক্তব্য শুনেছি এবং রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যও শুনেছি।

৩. আপেলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী প্রথমে জমা দেবেন যে, ঘটনার ২ দিন পর মৃত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করার বিষয়ে উচ্চ আদালত ভুল করেছেন। তিনি পিডব্লিউ ৮, পুলিশ অফিসারের সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেন, "কাগজপত্রে যেমন আছে, রোগীকে ১৯.৪.১৯৯৯ তারিখে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তারপর ইয়াভাতমালে"। তিনি অভিযোগ করেন যে উচ্চ আদালতের এই সিদ্ধান্তে ত্রুটি রয়েছে যে রোগীকে ঘটনার ২ দিন পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যা স্পষ্টতই ভুল।

৪. মামলাটি, নিঃসন্দেহে, আপেলকারী কর্তৃক স্থাপন করা হয়েছে যে পোড়ার আঘাতগুলি মৃতের এবং দুই পুত্রের তৈলপ্রদীপের দুর্ঘটনাজনিত পতনের ফলে হয়েছিল। এই বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন কারণ আপেলকারী নিজেও সামান্য পুড়েছিলেন। তার দুই নাবালক পুত্র ২০% এবং ১০% পর্যন্ত পোড়ার শিকার হয়েছিল। এই দিকটি কেরোসিন ঢেলে তার শরীরে আগুন ধরানোর কথিত ইচ্ছাকৃত অংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অন্য কথায়, যদি সে তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে থাকে, তবে তার স্ত্রী ও পুত্ররা কীভাবে সামান্য পোড়ার শিকার হয়েছিল তা অস্পষ্ট। এরপর, তিনি উল্লেখ করেন যে পিডব্লিউ ৭ যিনি নায়েব তহসিলদার ছিলেন এবং মৃতের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন বলে অভিযোগ, তিনি উল্লেখ করেছেন যে রোগী হাসপাতালে ছিলেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি উল্লেখ করেন যে মৃতের আত্মীয়দের কাছে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার কোনো কারণ ছিল না। এই ধরনের কোনো মৃত্যুকালীন জবানবন্দি পেশ করা হয়নি।

৫. বাদীপক্ষের মামলার প্রধান স্তম্ভ অর্থাৎ পিডব্লিউ ৭-এর মৃত্যুকালীন জবানবন্দির বিষয়ে তিনি জমা দেবেন যে এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। পিডব্লিউ ৭ যিনি শ্রীরাম ভানু দাস আউদ্রে, উক্ত সাক্ষী তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে "মৃত্যুকালীন জবানবন্দির ফর্মটি একটি মুদ্রিত ফর্ম এবং মৃতের নাম বৈদ্যা হিসাবে দেখা যাচ্ছে"। সংক্ষেপে, তার যুক্তি হলো, পিডব্লিউ ৭ একদিকে বলছেন যে তিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন এবং অন্যদিকে তিনি নিজেই বলছেন যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি অন্য একজনের নামে অর্থাৎ বৈদ্যা নামে। এরপর, তিনি পিডব্লিউ ১৪ ডাক্তারের জবানবন্দি পরীক্ষা করার অনুরোধ করবেন যাতে তিনি মৃতের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা এবং সচেতনতা নির্ধারণ করতে পারেন। তার বক্তব্য অনুসারে এটা স্পষ্ট নয় যে মৃত ব্যক্তি মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে সক্ষম এবং সচেতন ছিলেন। এই বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য তিনি পিডব্লিউ ১৪-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেন "রোগী সচেতন থাকতে পারে কিন্তু মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে সক্ষম নাও হতে পারে"। এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ডাক্তার পালস রেট বলতে পারেননি। তিনি আরও বলেন যে তহসিলদার যখন মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করছিলেন তখন রোগীর পালস রেট বলার মতো অবস্থানে ছিলেন না। ডাক্তারের এই শেষ বক্তব্য প্রমাণ করে যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নির্ভরযোগ্য নয় কারণ ডাক্তার স্পষ্টভাবে বলতে পারছেন না যে পিডব্লিউ ৭ বা অন্য কেউ যার নাম পিডব্লিউ ৭ এবং মৃতের মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন তারা জবানবন্দি রেকর্ড করার সময় রোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিনা। আবারও, ডাক্তারের জবানবন্দিকে এই যুক্তিতে আক্রমণ করা হয়েছে যে জবানবন্দি নেওয়ার সময় মৃতের অবস্থার পরীক্ষার জন্য রোগীকে কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তা তিনি শংসাপত্রে উল্লেখ করেননি।

ডাক্তার আরও বলেছেন যে তিনি সেদিন বার্ন ইউনিটের ইনচার্জকে চেনেন না। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে শংসাপত্র দেওয়ার আগে তিনি রোগীকে ২-৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রোগী জবানবন্দি দিতে সক্ষম কিনা। তবুও, এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে পোড়ার তীব্রতা বিবেচনায় মৃত্যুকালীন জবানবন্দিকে বিশ্বাস করা উচিত নয় কারণ রোগী ৯২% পুড়ে গিয়েছিলেন।

৬. আপেলকারী ডিডব্লিউ ১ এবং ডিডব্লিউ ২ নামে দুইজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। বস্তুত, ডিডব্লিউ ২ প্রধান পরীক্ষায় সাক্ষ্য দেবেন যে আরনি হাসপাতালে যাওয়ার পথে জিপে, যে ডাক্তার মৃতের চিকিৎসা করেছিলেন, তিনি রোগীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার কী হয়েছিল এবং কীভাবে পুড়েছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে ল্যাম্প পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি পুড়ে গিয়েছিলেন। বস্তুত, আমরা লক্ষ্য করছি যে সাক্ষী এমনকি রেফারেল হাসপাতাল অর্থাৎ ইয়াভাতমালেও একই কথা বলেছিলেন। ডাক্তার নাকি মৃতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার মৃত্যুর কারণ কী। মৃত ব্যক্তি নাকি বলেছিলেন যে ল্যাম্পের পতনের কারণে এটি হয়েছিল। ডিডব্লিউ ২ আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আপেলকারী নাকি তাকে আগুন নেভানোর সময় পোড়ার কথা বলেছিলেন।

৭. বিপরীতে রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্য পেশ করেন। তিনি শুরুতেই উল্লেখ করেন যে ঘটনার স্থান ছিল একটি ছোট ঘর যেখানে আপেলকারী এবং দুই পুত্র বাস করত এবং মৃত ব্যক্তিও সেখানে ছিলেন। আপেলকারী এবং পুত্ররা সামান্য পুড়েছিল এবং মৃত ব্যক্তি ব্যাপক পোড়ার শিকার হয়েছিল, এটি সম্পূর্ণরূপে হত্যাকাণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কারণ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় স্বামী এবং পুত্ররা দৌড়াদৌড়ি করলে এবং আশেপাশে আগুন লাগলে তারাও সামান্য পুড়তে পারত। রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করবেন যে আপেলকারীর এই বক্তব্য সঠিক নয় যে মৃত ব্যক্তিকে ১৯.৪.১৯৯৯ তারিখে একই দিনে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করবেন যে মৃত ব্যক্তিকে ২১.৪.১৯৯৯ তারিখে প্রথমে আরনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যা উচ্চ আদালতের সাক্ষ্যপ্রমাণেও নথিভুক্ত আছে। কারণ মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে বৈদ্যা নামটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাই জমা দেওয়া হচ্ছে যে মুদ্রিত ফর্মে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি তৈরি করার আগে বৈদ্যা নামটি শীর্ষে লেখা হয়েছিল। এর তাৎপর্য হলো পিডব্লিউ-৭ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি মিস্টার বৈদ্যা রেকর্ড করেননি বরং এটি আসলে পিডব্লিউ-৭ নিজেই শ্রীরাম আউদারে রেকর্ড করেছিলেন। তাই মুদ্রিত ফর্মে বৈদ্যা নামটি থাকার কারণে কোনো পার্থক্য তৈরি হয় না।

৮. আপেলকারীর পক্ষ থেকে এটা বলা হয়েছে যে মদ্যপানের অভ্যাস এবং অবৈধ সম্পর্কের কারণে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটানোর জন্য পুরুষের দোষী মন থাকার অনুমান করা যায় না। অভিযোগটি আত্মহত্যা বা নিষ্ঠুরতার নয়। আরও বলা হয়েছে যে এই আদালতের খুশাল রাও বনাম বোম্বাই রাজ্যের এআইআর ১৯৫৮ এসসি ২২ মামলার রায়ের উপর নির্ভর করা উচিত যেখানে বলা হয়েছে যে জবানবন্দি যদি কোনো দুর্বলতায় ভোগে, কোনো সমর্থন ছাড়াই, তবে তা দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি তৈরি করতে পারে না (এআইআর ১৯৭৬ এসসি ১৯৯৪ দেখুন)। মৃতের ৯২% পোড়া ছিল এবং তার মাথা, ঘাড় এবং মুখ সহ শরীরের অন্যান্য অংশেও পোড়া ছিল, তার সমস্ত চামড়া পুড়ে গিয়েছিল, তার প্রচুর পরিমাণে রক্ত, তরল এবং চেতনা হ্রাস হয়েছিল। পিডব্লিউ ১৪ কর্তৃক তাকে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। জবানবন্দিতে মৃতের হাত বা পায়ের কোনো স্বাক্ষর বা ছাপ ছিল না। মৃত্যুকালীন জবানবন্দির ভিত্তিতে দায়ের করা এফআইআর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত এফআইআর এবং মৃত্যুকালীন জবানবন্দির সাথেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো উচিত ছিল। এফআইআর যেখানে মৃত্যুর আগে ৩০২ ধারা নথিভুক্ত করা হয়েছিল তা ত্রুটিপূর্ণ। সাক্ষীদের (পিডব্লিউ ৩, পিডব্লিউ ৭, পিডব্লিউ ১১, পিডব্লিউ ১২ এবং পিডব্লিউ ১৩) জবানবন্দির উপর নির্ভর করে এটা দেখানো হয়েছে যে উচ্চ আদালত ঘটনার তারিখ ১৯শে উল্লেখ করে ভুল করেছে, বস্তুত ঘটনার তারিখ ছিল ২১শে। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে, আহত ব্যক্তিকে রাত ১টায় আরনি হাসপাতালে এবং সেখান থেকে রাত ৩.৩০টায় ইয়াভাতমাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনা, স্থানান্তর এবং হাসপাতালে ভর্তির মধ্যে কোনো বিলম্ব হয়নি। কেরোসিন ভর্তি ক্যানের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জমা দেওয়া হয়েছে:

এক্সিট ৫৭ হলো এফএসএল-এর রিপোর্ট। এই রিপোর্ট প্রকাশ করে যে মৃতের পোড়া কাপড় এবং লেপ ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলেও, ক্যান পাঠানো হয়নি। পঞ্চনামার সাক্ষী পিডব্লিউ ১ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে পুলিশ একটি ল্যাম্প এবং একটি লেপ জব্দ করেছে। পুলিশ প্লাস্টিকের ক্যান জব্দ করেনি বলে পিডব্লিউ ১ সাক্ষ্য দিয়েছেন। পিডব্লিউ ১ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে পুলিশ ল্যাম্প, লেপ এবং শাড়ি জব্দ করেনি। পুলিশ তার উপস্থিতিতে কোনো ধারাই নথিভুক্ত করেনি। তিনি পঞ্চনামায় কী লেখা আছে তা বলতে পারেন না। স্বাধীন সাক্ষী পরীক্ষা না করার অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতিবেশী শঙ্কর তালওয়ারি এবং শাশুড়িকে সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা না করা সন্দেহ সৃষ্টি করে।

আহত ব্যক্তিকে কীভাবে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল সে বিষয়ে হাসপাতাল কর্মীকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ডিডব্লিউ ২ সাক্ষীকে পরীক্ষা করতে ব্যর্থতা যিনি হাসপাতালে মৃত ব্যক্তিকে ভর্তি করেছিলেন এবং ১৬১ ধারার অধীনে যার বক্তব্য পুলিশ কর্তৃক নথিভুক্ত করা হয়েছিল তা প্রশ্নবিদ্ধ। আপেলকারীর শরীরে একই দিনে পোড়ার আঘাত এবং হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে ৩১৩ ধারার অধীনে আপেলকারীর বক্তব্যের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রদর্শনী ৬৪-এ বলা হয়েছে এটি দুর্ঘটনাজনিত পোড়া।

৯. বিপরীতে, রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী লিখিত জমা দানে উল্লেখ করবেন যে নথির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ঘটনাটি ২০/০৪/১৯৯৯ তারিখে মধ্যরাতে ঘটেছিল। ২১/৪/১৯৯৯ তারিখে রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আরনি এবং তারপর বসন্ত রাও মালিক মেডিকেল হাসপাতাল, ইয়াভাতমালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পিডব্লিউ ১৩, ডাক্তার বাসুদেব সুধাকর দেহানকারের সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে রোগীকে ২১/৪/১৯৯৯ তারিখে সকাল ৩.১০ মিনিটে ইয়াভাতমালের সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিকে বাদীপক্ষের মামলার মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ঘটনাস্থলের পঞ্চনামা প্রদর্শনী ২৮ দেখায় যে আপেলকারী, মৃত ব্যক্তি এবং শিশুরা একটি ছোট ঘরে ছিল। ঘটনাস্থলের পঞ্চনামায় কেরোসিনের খালি ক্যান (রকেট) এবং কাঁচের ল্যাম্পের উল্লেখ আছে। এটা বলা হয়েছে যে কাঁচের ল্যাম্পটি পড়ে ভেঙে গিয়েছিল এবং ঘটনাস্থলে কাঁচের ভাঙা টুকরা দেখা যাওয়ার কথা ছিল।

বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত

১০. প্রথমত আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এটি বিশেষ অনুমতি বলে একটি আপিল। আপিলটি উচ্চ আদালতের সেই সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যা নিম্ন আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এমনকি বিশেষ অনুমতি দেওয়ার পরেও, এই আদালতের ক্ষমতা বিশেষ অনুমতি প্রদানের সময় বিদ্যমান ক্ষমতার মতোই অব্যাহত থাকে, আদালতকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মৃত্যুর কারণ

১১. ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় যে সেপটিকমিয়া জনিত বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে যা ব্যাপক পোড়ার কারণে হয়েছিল। মৃত ব্যক্তি ৯২% পোড়ার শিকার হয়েছিলেন।

ঘটনার তারিখ

১২. ঘটনার তারিখের ক্ষেত্রে এটা সত্য যে উচ্চ আদালত এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে যে ঘটনাটি ১৯.৪.১৯৯৯ তারিখে ঘটেছিল এবং আপেলকারী তার স্ত্রীকে ২ দিনের জন্য ইয়াভাতমালে ভর্তি করার বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করেছিলেন। আপিলের শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে, এই বিষয়টিকে আপেলকারীর অনুকূলে রাখতে হবে কারণ তার লিখিত জমা দানে বলা হয়েছে যে ঘটনাটি ২০.৪.১৯৯৯ তারিখের মধ্যরাতে ঘটেছিল। পিডব্লিউ ১৩ ডাক্তারের সাক্ষ্য এটিকে স্পষ্ট করে যে ভিকটিমকে ২১.৪.১৯৯৯ তারিখে সকাল ৩.১০ মিনিটে ইয়াভাতমালে ভর্তি করা হয়েছিল। তার আগে ভিকটিমকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আরনি। অতএব, ঘটনার পরপরই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে। কালু রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০০০) ১০ এসসিসি ৩২৪-এর এই আদালতের রায়ের প্রয়োগে কোনো সন্দেহ নেই, উচ্চ আদালত এই যুক্তির উপর নির্ভর করেছেন যে মৃত ব্যক্তি এবং শিশুরা ১৯.৪.১৯৯৯ তারিখ থেকে কোনো চিকিৎসা মনোযোগ ছাড়াই পড়ে ছিল যা ভুল। উচ্চ আদালত উল্লেখ করেছেন যে উক্ত মামলায় অভিযুক্তের পোড়া লাগানোর অভিপ্রায় ছিল এবং ভিকটিমকে ভয় দেখানোর জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং মৃত্যুর কারণ হয়। এমনকি লিখিত জমা দান মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেও দেখা যায় যে আপেলকারীর বক্তব্য অনুসারে ঘটনাটি দুর্ঘটনাজনিত ছিল এবং ২০০০ (১০) এসসিসি ৩২৪-এর রায়ে যা বলা হয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মৃত্যুকালীন জবানবন্দি

(ক) চেতনা এবং মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতার অবস্থা

১৩. আপেলকারী জোর দেবেন যে মৃতের ৯২% পোড়া ছিল। মাথা, ঘাড় এবং মুখ ছাড়া শরীরের অন্য সব অংশে চামড়া উঠে গিয়েছিল। শরীরে তরলের অভাব হবে এবং রোগী অচেতন হবেন। (পিডব্লিউ ১৪) পালস রেট বলতে পারছেন না। চিকিৎসা আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে রোগী পুরো সময় সচেতন ছিলেন। পিডব্লিউ ১৪ চিকিৎসা আধিকারিক। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি রোগীকে পরীক্ষা করেছেন এবং রোগী পুরো সময় সচেতন ছিলেন। আপেলকারীর বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেরা করার সময় উল্লেখ করবেন যে সম্ভবত রোগী সচেতন থাকতে পারে কিন্তু মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে সক্ষম নাও হতে পারে। তিনি আরও বলেন যে রোগীকে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু রোগী বলতে পারেননি কী ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। তিনি শংসাপত্রে উল্লেখ করেননি রোগীকে কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। পিডব্লিউ ১৪-এর পক্ষে ব্যথানাশক ওষুধের নাম উল্লেখ করা অপরিহার্য ছিল না।

১৪. এটা সত্য যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে চিকিৎসা আধিকারিক পিডব্লিউ ১৪ কেবলমাত্র রোগীকে সচেতন বলে প্রত্যয়িত করেছেন। প্রশ্ন হলো, অন্যথায় যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি আস্থা জাগায় তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত কিনা এই কারণে যে প্রত্যয়িত করা হয়েছে যে রোগী সচেতন ছিলেন এবং আরও প্রত্যয়িত করা হয়েছে যে রোগী শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে আর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ লক্ষ্মণ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য: ২০০২ (৬) এসসিসি ৭১০ মামলায় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত রায় দিয়েছে:

"৪. উপরোক্ত নীতি মনে রেখে, এখন আমরা সেই দুটি সিদ্ধান্তের পরীক্ষা করব যা বেঞ্চকে সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করতে প্ররোচিত করেছে। পাপারাম্বাকা রোসাম্মা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য [(১৯৯৯) ৭ এসসিসি ৬৯৫ : ১৯৯৯ সিসিআর (অপরাধ) ১৩৬১] মামলায় বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রশ্নবিদ্ধ মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট এই ভিত্তিতে একটি নোট যুক্ত করেছিলেন যে মৃতের কাছ থেকে যে প্রশ্নগুলি আদায় করা হয়েছিল তা এমন ছিল যে মৃত ব্যক্তি জবানবন্দি দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলেন। ডাক্তার একটি শংসাপত্র যুক্ত করেছিলেন যে রোগী জবানবন্দি রেকর্ড করার সময় সচেতন ছিলেন, তবুও আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে এটিকে সত্য ও খাঁটি বলে গ্রহণ করা নিরাপদ হবে না এবং আঘাতটি কেবল জবানবন্দি দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থায় থাকা অবস্থায় করা হয়েছিল কারণ ডাক্তারের শংসাপত্র কেবলমাত্র এই সত্যের উপর আলোকপাত করে যে রোগী জবানবন্দি রেকর্ড করার সময় সচেতন ছিলেন। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বাইরে আদালত আইনে গুরুতর ত্রুটিও খুঁজে পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ড করা মৃত্যুকালীন জবানবন্দি গ্রহণ করেনি। কোলি চুনীলাল সাভজি বনাম গুজরাট রাজ্য [(১৯৯৯) ৯ এসসিসি ৫৬২ : ২০০০ সিসিআর (অপরাধ) ৪৩২] মামলার পরবর্তী সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে চূড়ান্ত পরীক্ষা হলো মৃত্যুকালীন জবানবন্দি সত্য এবং স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়েছে কিনা। আরও বলা হয়েছিল যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ডকারী আধিকারিককে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে যে জবানবন্দি প্রদানকারী প্রশ্নবিদ্ধ বক্তব্য দেওয়ার মতো উপযুক্ত অবস্থায় ছিলেন কিনা। আদালত রবি চন্দর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য [(১৯৯৮) ৯ এসসিসি ৩০৩ : ১৯৯৮ সিসিআর (অপরাধ) ১০০৪] মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন যেখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরীক্ষা না করার কারণে এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ড করা মৃত্যুকালীন জবানবন্দি সন্দেহ করা উচিত নয়। ম্যাজিস্ট্রেট একজন নিরপেক্ষ আধিকারিক এবং একজন দায়িত্বশীল আধিকারিক এবং এমন কোনো পরিস্থিতি বা উপাদান নেই যা সন্দেহ সৃষ্টি করে যে ম্যাজিস্ট্রেটের অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ ছিল অথবা কোনোভাবে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি জাল করার জন্য আগ্রহী ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ড করা জবানবন্দির উপর সন্দেহের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

১৫. আদালত উপরোক্ত মামলায় হরজিৎ কৌর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য [(১৯৯৯) ৬ এসসিসি ৫৪৫ : ১৯৯৯ এসসিসি (অপরাধ) ১১৩০] মামলার সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছিল যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তার সাক্ষ্যে বলেছিলেন যে তিনি ডাক্তারের কাছ থেকে জেনেছেন যে মৃত ব্যক্তি জবানবন্দি দেওয়ার মতো উপযুক্ত অবস্থায় ছিলেন এবং সেই মর্মে একটি সমর্থনও পেয়েছিলেন এবং কেবলমাত্র আবেদনের ভিত্তিতে সেই সমর্থন মৃত্যুকালীন জবানবন্দিকে কোনোভাবেই সন্দেহজনক করে তুলবে না। পূর্বে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, এই আদালতের পাপারাম্বাকা রোসাম্মা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য [(১৯৯৯) ৭ এসসিসি ৬৯৫ : ১৯৯৯ এসসিসি (অপরাধ) ১৩৬১] মামলার ৭ নং অনুচ্ছেদের ৮ নং প্যারায় (এসসিসি পৃ. ৭০১) এই পর্যবেক্ষণে পৌঁছাতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে,

"যদি আঘাতটি জবানবন্দি দেওয়ার সময় মৃত ব্যক্তিকে জবানবন্দি দেওয়ার মতো উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় না রাখে তবে ম্যাজিস্ট্রেট যিনি জবানবন্দি দেওয়ার সময় আঘাতের শিকার ব্যক্তির উপযুক্ত মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আত্মতুষ্টির কথা বলেছেন তার উপর নির্ভর করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে।"

এটি অত্যন্ত সরলীকরণ এবং আইনের সঠিক ব্যাখ্যা নয়। এটি একটি অতি-প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি যে ডাক্তারের প্রত্যয়ন কেবলমাত্র এই প্রভাব ফেলে যে রোগী সচেতন ছিলেন এবং এমন কোনো প্রত্যয়ন ছিল না যে রোগী জবানবন্দি দেওয়ার মতো উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় ছিলেন, বিশেষত যখন ম্যাজিস্ট্রেট তার সাক্ষ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে তিনি রোগীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং প্রাপ্ত উত্তরগুলি থেকে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে রোগী যেখানেই মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন সেখানে তিনি জবানবন্দি দেওয়ার মতো উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় ছিলেন। অতএব, এই আদালতের পাপারাম্বাকা রোসাম্মা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য [(১৯৯৯) ৭ এসসিসি ৬৯৫ : ১৯৯৯ এসসিসি (অপরাধ) ১৩৬১] মামলার রায়কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি এবং কোলি চুনীলাল সাভজি বনাম গুজরাট রাজ্য [(১৯৯৯) ৯ এসসিসি ৫৬২] মামলায় স্থাপিত আইনকে আমরা বহাল রাখছি।"

(গুরুত্ব যোগ করা হলো)

১৫. এই মামলায় চিকিৎসা আধিকারিক আদালতের সামনে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমরা তার সমগ্র সাক্ষ্য উপেক্ষা করতে পারি না। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে প্রায় ৫টায় তহসিলদার হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তাকে একটি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করতে হবে।

ধৈর্যশীল সেখানে ছিলেন। তহসিলদার (পিডব্লিউ-১৪) রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি জবানবন্দি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বলে ২-৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তহসিলদার প্রশ্ন আকারে রোগীর বক্তব্য রেকর্ড করেছিলেন এবং পিডব্লিউ ১৪-কে তহসিলদার কর্তৃক রোগীকে পরীক্ষা করতে বলা হয়েছিল এবং পিডব্লিউ ১৪ রোগীকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং আমাদের উল্লেখ অনুযায়ী রোগী পুরো সময় সচেতন ছিলেন এবং শংসাপত্র তৈরি হওয়ার সময়ও সচেতন ছিলেন। এটা সত্য যে জেরা করার সময় তিনি বলেছিলেন যে রোগী সচেতন থাকতে পারে কিন্তু মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে উপযুক্ত নাও হতে পারে। তবে বক্তব্য দেওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় বলেছিলেন এবং উল্লেখ করেছিলেন যে এই মামলায় রোগী উপযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে তিনি মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে শংসাপত্রে উল্লেখ করেননি তবে তিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন। চিকিৎসা আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে দেখা যায় যে এটি ডিডি (মৃত্যুকালীন জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত রূপ)-এর জন্য উপযুক্ত। বস্তুত পিডব্লিউ ১৪ পালস রেট মনে রাখতে পারেননি। এই তথ্য পিডব্লিউ ১৪-এর রোগীর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে দেওয়া সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করতে পারে না যে রোগী মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিলেন।

১৬. তাছাড়া পিডব্লিউ ৭ যিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন তিনিও চিকিৎসা আধিকারিককে উপযুক্ততার শংসাপত্র দিতে বলার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তা চিকিৎসা আধিকারিকের সাক্ষ্যকে সমর্থন করে। পিডব্লিউ ৭ রোগীকে তার নাম, বয়স এবং তিনি কী করছিলেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমরা ডিডি থেকে যা উদ্ধার করি তা উপযুক্ত হবে:

চিকিৎসা আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত শংসাপত্র

রোগী ডিডির জন্য উপযুক্ত।

স্বাক্ষরিত/-অস্পষ্ট

তারিখ/-২২/৪/৯৯

১৭.০৫ ঘন্টা

চিকিৎসা আধিকারিকের পুরো নাম

স্বাক্ষর ও তারিখ সহ

২২/৪/৯৯ তারিখে ১৭.০৫ ঘণ্টায় মৃত্যুকালীন জবানবন্দি শুরু হওয়ার তারিখ ও সময়

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:-

১. আপনার নাম কী?:- সরলা ভগবান শ্রীরাম

২. আপনার বয়স কত?:- ২৮ বছর

৩. আপনার পেশা কী?:- গৃহস্থালির কাজ

৪. আপনার বসবাসের স্থান?:- ডাবধি

৫. সংক্ষেপে বলুন সেদিন ঘটনাটি কখন এবং কীভাবে ঘটেছিল?:- গত সোমবার রাত প্রায় ১২টায়। আমার স্বামী আমাকে মারধর করেন। এরপর তিনি আমার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। সেই সময় তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।

৬. ঘটনার সময় আশেপাশে আর কারা উপস্থিত ছিলেন?ঃ- স্বামী এবং শাশুড়ি।

৭. আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?:- আমার স্বামী ভগবান আমার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন।

৮. আপনি আর কিছু বলতে চান?:- আমার দুই ছেলেও পুড়ে গিয়েছিল।

মৃত্যুকালীন জবানবন্দি সমাপ্তির সময়:- ১৭.১৫ ঘন্টা।

মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করার সময় ডাক্তার ছাড়াও (তিনি) উপস্থিত ছিলেন এবং সঠিকভাবে পড়া ও স্বীকার করা হয়েছে।

স্বাক্ষর/বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ স্বাক্ষরিত/- এস.বি.
আউদার্য

যেহেতু উভয় হাতেই পোড়া ছিল, পুরো নাম ও স্বাক্ষর

বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

পাওয়া যায়নি। ইয়াভাতমাল।

চিকিৎসা আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত শংসাপত্র:- রোগী পুরো সময় সচেতন ছিলেন।

স্বাক্ষরিত/- পুরো নাম ও স্বাক্ষর সহ চিকিৎসা আধিকারিক এবং তারিখ।"

১৭. অতএব, এই মামলার ঘটনায় আমরা এই মত পোষণ করি যে পিডব্লিউ ১৪ কর্তৃক রোগীর অব্যাহত চেতনা প্রত্যয়িত হয়েছে এবং মৃত্যুকালীন জবানবন্দির শুরুতে পিডব্লিউ ৭ এবং পিডব্লিউ ১৪-এর সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা উপস্থাপিত পারিপার্শ্বিকতা এর বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করবে না।

১৮. ৯২% পোড়ার শিকার একজন ব্যক্তি কি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকতে পারেন? এই প্রশ্নটি আর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার বিষয় নয়। বিজয় পাল বনাম দিল্লি সরকার (এনসিটি) ২০১৫ (৪) এসসিসি ৭৪৯ মামলায় আমরা নিম্নলিখিত আলোচনাটি লক্ষ্য করি:

ভগবান বনাম মুম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র ১৪৯

সচিবের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র রাজ্য [কে.এম. জোসেফ, বিচারপতি]

"২৩. আপেলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক এটা বলা হয়েছে যে যদি মৃত ব্যক্তি ১০০% পোড়ার শিকার হতেন তবে তিনি কোনো বক্তব্য দিতে পারতেন না। এই বিষয়ে, আমরা মাপভাবাই নাগারভাই রাভাল বনাম গুজরাট রাজ্য: (১৯৯২) ৪ এসসিসি ৬৯ : ১৯৯২ এসসিসি (অপরাধ) ৮১০ মামলার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করতে পারি যেখানে বলা হয়েছে যে ৯৯% পোড়ার শিকার একজন ব্যক্তিও মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার মতো যথেষ্ট সক্ষম হতে পারেন। উক্ত মামলায় আদালত এই মত পোষণ করেছিলেন যে যতক্ষণ না ডাক্তারের মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত এবং স্পষ্ট ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ বিচারকারী আদালতের ডাক্তারের মতামতের পরিবর্তে নিজের মতামত দেওয়া উচিত নয়। মামলার তথ্যের আলোকে, মৃত্যুকালীন জবানবন্দি বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

২৪. মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম দল সিং: (২০১৩) ১৪ এসসিসি ১৫৯ : (২০১৪) ৪ এসসিসি (অপরাধ) ১৪১ মামলায় দুই বিচারকের একটি বেঞ্চ সেই মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন জবানবন্দির উপর নির্ভর করেছিলেন যিনি ১০০% পোড়ার শিকার হয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।"

১৯. অতএব, শুধুমাত্র এই কারণে যে রোগী ৯২% পোড়ার শিকার হয়েছিলেন তা মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না যা অন্যথায় আদালতের আস্থা অর্জন করে এবং প্রভাবমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

মৃত ব্যক্তির বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপের অনুপস্থিতি কি তাৎপর্যপূর্ণ?

২০. পিডব্লিউ-৭ যিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন তিনি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং হাত পুড়ে গিয়েছিল এবং তাই বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই সাক্ষ্য মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে হাত পুড়ে যাওয়ার কারণে বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ব্যথানাশক ওষুধের প্রভাব

২১. ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে দেখা যাবে যে উপরের এবং নিচের অঙ্গগুলি অর্থাৎ প্রায় ৫৪% পুড়ে গিয়েছিল। প্রতিবেদনে আরও দেখা যায় যে বুক (সামনের অংশ) এবং পিছনের অংশ ৩৬% পুড়ে গিয়েছিল। এটি শুধুমাত্র এইচএনএফ অংশেই ছিল যা সম্পূর্ণরূপে পোড়েনি। পোড়ার ব্যথার ক্ষেত্রে, আমরা আপেলকারী কর্তৃক লিখিত জমা দানের সাথে দাখিলকৃত 'বার্ন-ব্রিটানিকা অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়া'র উপর নির্ভর করব।

"দ্বিতীয় ডিগ্রীর পোড়া পুরো এপিডার্মিস এবং ডার্মিসের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই আঘাতগুলি লালচে ভাব এবং ফোস্কার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। পোড়া যত গভীর হয়, আঘাতের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফোস্কা তত বেশি স্পষ্ট হয় এবং আকারে বৃদ্ধি পায়। প্রথম ডিগ্রীর পোড়ার মতো, দ্বিতীয় ডিগ্রীর পোড়াও অত্যন্ত বেদনাদায়ক হতে পারে। দ্বিতীয় ডিগ্রীর পোড়ার জটিলতা এবং নিরাময়ের গতি ডার্মিসের ক্ষতির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যদি না সেগুলি সংক্রমিত হয়, তবে অগভীর দ্বিতীয় ডিগ্রীর পোড়া জটিলতা ছাড়াই এবং ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সেরে যায় এবং সামান্য দাগ থাকে।

তৃতীয় ডিগ্রী বা সম্পূর্ণ পুরুত্বের পোড়া ত্বকের পুরো পুরুত্ব ধ্বংস করে। ক্ষতস্থানের উপরিভাগ চামড়ার মতো হতে পারে এবং বাদামী, কালো, সাদা বা লাল রঙের হতে পারে। ক্ষতস্থানে কোনো ব্যথা থাকে না এবং ব্যথা রিসেপ্টরগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যথা অনুভূত হয় না, কারণ সেগুলি ডার্মিসের বাকি অংশের সাথে ধ্বংস হয়ে যায়। রক্তনালী, ঘর্মগ্রন্থি, তেলগ্রন্থি এবং চুলের ফলিকলগুলি সম্পূর্ণ পুরুত্বের পোড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এই আঘাতগুলির সাথে সম্পর্কিত তরল ক্ষয় এবং বিপাকীয় ব্যাঘাতগুলি গুরুতর।

xxxx

সার্জনরা শরীরের মোট ত্বকের শতাংশ হিসাবে পোড়ার ক্ষেত্রফল পরিমাপ করেন। শরীরের মোট ত্বকের ক্ষেত্রফলের প্রায় ৯ শতাংশ মাথা ও ঘাড়ের ত্বকের ক্ষেত্রফল। প্রতিটি পায়ের ক্ষেত্রফল ১৮ শতাংশ এবং দেহের সামনের ও পিছনের অংশের ক্ষেত্রফল ১৮ শতাংশ। পোড়ার ক্ষেত্রফলের শতাংশ বেঁচে থাকার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। বেশিরভাগ মানুষ শরীরের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত দ্বিতীয় ডিগ্রীর পোড়া নিয়ে বাঁচতে পারে, তবে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত তৃতীয় ডিগ্রীর পোড়া নিয়ে খুব কম মানুষই বাঁচতে পারে। যদি ক্ষেত্রফল ২০ শতাংশের নিচে থাকে, তবে বেশিরভাগ মানুষ বাঁচতে পারে, যদিও বয়স্ক এবং শিশুরা ১৫ শতাংশের ত্বকের ক্ষতিতেও মারা যেতে পারে।"

২২. বর্তমান মামলায় পোড়ার গভীরতা স্পষ্ট নয়। তবে, যখন ডার্মিস সম্পূর্ণরূপে আক্রান্ত হয়, তখন তৃতীয় ডিগ্রীর পোড়ায় কোনো ব্যথা থাকবে না কারণ ডার্মিসে অবস্থিত ব্যথানাশক রিসেপ্টরগুলি মারা যাবে। বস্তুত পি.ডব্লিউ.১৪ ডাক্তার তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে তীব্র পোড়ায় ব্যথা থাকা অপরিহার্য নয়।

এটা সত্য যে ডাক্তার ব্যথানাশক ওষুধ দিয়েছেন কারণ পোড়া হয়তো চামড়াকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যাপক পোড়া সত্ত্বেও রোগী প্রশ্ন বুঝতে এবং তার উত্তর দেওয়ার জন্য সচেতন ছিলেন এবং মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে সক্ষম ছিলেন।

জবানবন্দির ফর্মে বৈদ্যা নামের তাৎপর্য

২৩. আরেকটি দিক যা আমাদের কাছে গুরুতর বলে মনে হয়েছে তা হলো ডিডি ফর্মে বৈদ্যা নামটি উল্লেখ করা। বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আমাদের উপর জোর দিয়েছেন যে পিডব্লিউ ৭, শ্রীরাম ভানু দাস আউদ্রে, যিনি নাকি জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন, তিনি বৈদ্যা নন। একটি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি যদি অন্যথায় আদালতের আস্থা অর্জন করে তবে তা দোষী সাব্যস্ত করার একমাত্র ভিত্তি হতে পারে। অন্যথায় এর সমর্থনে সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে। যখন মৃত্যুকালীন জবানবন্দির প্রথম পৃষ্ঠায় বৈদ্যা নামটি দেখা যায় তখন এটা বলা হয় যে পিডব্লিউ ৭ কর্তৃক ৩০২ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা কেবলমাত্র এই মৃত্যুকালীন জবানবন্দির ভিত্তিতে বজায় রাখা উচিত কারণ পিডব্লিউ ৭ অনুযায়ী তিনি এটি রেকর্ড করেছেন এবং বৈদ্যা করেননি। যদিও প্রথম দর্শনে এটি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়, পারিপার্শ্বিকতার সতর্কতামূলক পরীক্ষায় এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে আমরা মনে করি না। রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য মুদ্রিত ফর্মে বৈদ্যা নামটি শীর্ষে দেখা যায় তবে প্রশ্ন হলো এটি বৈদ্যা রেকর্ড করেছিলেন নাকি আউদ্রে রেকর্ড করেছিলেন। শ্রীরাম ভানু দাস আউদ্রে পিডব্লিউ ৭ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য থানার রসিদ সম্পর্কে বলেছেন। তিনি হাসপাতালে যাওয়া এবং ডাক্তারের সাথে কথা বলা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিষয়ে বলেছেন। প্রধান পরীক্ষায় তিনি বলেছেন যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে বৈদ্যা নামটি দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেননি যে তিনি ওয়ার্ডের ইনচার্জ ডাক্তার বা রোগীকে পরীক্ষা করা ডাক্তারের নাম জানেন। চিকিৎসা আধিকারিকের নামের মতো বিস্তারিত লেখার জন্য কোনো কলাম নেই। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে রোগী কথা বলতে অক্ষম ছিলেন। তিনি অস্বীকার করেছেন যে রোগী জবানবন্দি দেওয়ার সময় আত্মীয়ের প্রভাবে ছিলেন। এমন কোনো নির্দিষ্ট মামলা উপস্থাপন করা হয়নি যে তিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেননি এবং সেটি বৈদ্যা করেছিলেন। রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে পিডব্লিউ ৭-এর স্বাক্ষর নামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না যে যিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন তিনি বৈদ্যা ছিলেন। আমরা, তবে, মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে নৈমিত্তিকতাকে সম্পূর্ণভাবে অপছন্দ করি যা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলকে শোকপূর্ণ হিসাবে উপস্থাপনের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

২৪. আপেলকারীর মামলা হলো যে পিডব্লিউ ৭ যিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি রেকর্ড করেছিলেন তার সাক্ষ্য অনুসারে মৃতের আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। যদি তাই হয়, তবে এটা অস্বাভাবিক হবে যে রোগীকে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করা হয়নি এবং আত্মীয়স্বজনও উপস্থিত ছিলেন না, এমনটাই বলা হয়েছে। তবে, আমরা লক্ষ্য করছি যে পিডব্লিউ ৩ যিনি ইয়াভাতমাল হাসপাতালে মৃতের ভাইয়ের কথা বলেছেন। তিনি প্রধান পরীক্ষায় সাক্ষ্য দিয়েছেন যে যখন তিনি তার বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তার স্বামী আরনি বাজার থেকে মদ কিনতে এবং বাড়িতে এসে তার দুই সন্তানের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি সকাল ১১টা থেকে ১১.৩০টার মধ্যে বাড়িতে এসেছেন। জেরা করার সময় এটা সত্য যে তিনি পুলিশকে তার দুই ছেলের শরীরে কেরোসিন ঢালার কথা বলেছেন। তিনি পুলিশকে তার কাছ থেকে এই ধরনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারেননি (স্পষ্টতই তার বোনের কাছ থেকে)। তিনি নিঃসন্দেহে এটাও বলেছেন যে যখন তিনি তার বোনকে দেখেছিলেন, তখন তার শরীর সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রী মারা গেছেন এবং মৃতেরও একই অবস্থা। তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং যা বলা হয়েছে তা শুনেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলবেন যে মৃত ব্যক্তি জবানবন্দি দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না। মৃতের মুখ পোড়া ছিল না। তিনি আরও অস্বীকার করেন যে মৃত ব্যক্তি তাকে বলেননি যে আপেলকারী তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। এটা সত্য যে আপেলকারীকে বিচারকারী আদালত কর্তৃক তার দুই ছেলের শরীরে কেরোসিন ঢালার অভিযোগে ৩০৭ ধারার অধীনে খালাস দেওয়া হয়েছে কারণ পিডব্লিউ ৩-এর সাক্ষ্য প্রসিকিউশন কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এই মামলায় মৃত্যুকালীন জবানবন্দি ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

২৫. যেকোনো মূল্যে আমরা এমন কোনো কারণ দেখি না যার ভিত্তিতে আমরা মৃত্যুকালীন জবানবন্দির উপর নির্ভর না করি কারণ এটি পিডব্লিউ ৭ এবং পিডব্লিউ ১৪ চিকিৎসা আধিকারিক কর্তৃক স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

কেরোসিন ভর্তি ক্যান সম্পর্কে

২৬. আরেকটি যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে কেরোসিন ভর্তি ক্যানের উপলব্ধতা নিয়ে যা ব্যবহার করে অভিযুক্ত নাকি মৃতের শরীরে কেরোসিন ঢেলেছিল।

ভগবান বনাম মুম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র ১৫৩

সচিবের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র রাজ্য ।কে.এম. জোসেফ, বিচারপতি।

এই বিষয়ে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা হলো ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য এফএসএল-এ ক্যান পাঠানো হয়নি যেমন প্রদর্শনী ৫৭ রিপোর্টে দেখা যায়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দির পরিপ্রেক্ষিতে এটি কোনো যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে পিডব্লিউ ১-এর বক্তব্য যা ক্যান জব্দ করার বিষয়ে, তা সঠিক নয় কারণ পিডব্লিউ ১ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পুলিশ পঞ্চনামার অধীনে প্লাস্টিকের কন্টেইনার জব্দ করেনি। পঞ্চনামার সাক্ষী পিডব্লিউ ১-এর সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে উক্ত সাক্ষী প্রতিকূল (বিপক্ষ) ঘোষিত হয়েছিল এবং জব্দ না করার বিষয়ে প্রসিকিউটর কর্তৃক জেরা করার সময় উক্ত বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল। তবে, আমরা লক্ষ্য করছি যে পিডব্লিউ ৪ পঞ্চনামার অন্য একজন সাক্ষী যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ঘরে লেপ, ল্যাম্প এবং শাড়ির স্তূপ ছিল। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে পুলিশ পঞ্চনামা তৈরি করেছে এবং তিনি ও তার স্বাক্ষর পঞ্চনামায় সাক্ষী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে প্রসিকিউটর কর্তৃক তাকে জেরা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। জেরায় পিডব্লিউ ৪ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পুলিশ আপেলকারীর ঘর থেকে একটি প্লাস্টিকের কন্টেইনার জব্দ করেছে। তিনি বলেছেন যে তিনি জব্দকৃত জিনিসপত্রের মধ্যে প্রদর্শিত কন্টেইনারটিকে 'বি' আর্টিকেল হিসাবে শনাক্ত করতে পারবেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীর জেরায়, এটি নিম্নরূপ পাঠ করা হয়:

আসামিপক্ষের আইনজীবীর জেরা

পুলিশ আমাকে বাড়িতে এসে ডাকেনি। যখন পুলিশ বাড়িতে আসে, তখন পুলিশ ইতিমধ্যেই জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলেছিল। পুলিশ জিনিসপত্রের বিষয়বস্তু আমাকে পড়ে শোনায়নি। পঞ্চনামায় কী লেখা আছে তা আমি বলতে পারি না। পুলিশ আমার স্বাক্ষর নিয়েছে কিন্তু জিনিসপত্রের উপর লেবেল লাগায়নি। যখন পুলিশ পরিমাপ নিচ্ছিল তখন আমি ঘরে ছিলাম না। এটা বলা সত্য নয় যে পুলিশ আমার উপস্থিতিতে কিছুই জব্দ করেনি এবং আমি কেবলমাত্র পঞ্চনামায় স্বাক্ষর করেছি।

পুনরায় পরীক্ষা: কিছুই না

স্বাক্ষরিত/- এ.ডি. উপাধ্যায়ে

এএসজে পুসাদ ২৮/৮/০১

২৭. পিডব্লিউ ৪-এর সাক্ষ্য প্রমাণ করবে যে তিনি স্বীকার করেছেন যে পুলিশ পঞ্চনামা তৈরি করার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি ও তার স্বাক্ষর জিনিসপত্রে সাক্ষী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পুলিশ জিনিসপত্র জব্দ করেছে। জেরায় তিনি আপেলকারীর ঘর থেকে কেরোসিনের প্লাস্টিকের কন্টেইনার জব্দ করার কথা স্বীকার করেছেন।

ল্যাম্পের দুর্ঘটনাজনিত পতন এবং আসামিপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য

২৮. মৃতের পোড়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে তা অবিসংবাদিত। আপেলকারী মৃতের সাথে একটি ছোট ঘরে একা ছিলেন এবং তাদের দুই সন্তানও সেখানে ছিল। ঘরটি ছোট বলে মনে হয়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দি যদি মৃতের পোড়ার কারণ এবং আপেলকারী কর্তৃক কৃত অপরাধের লেখক হিসেবে গৃহীত হয় তবে ল্যাম্পের দুর্ঘটনাজনিত পতন গ্রহণযোগ্য নয়। ৩১৩ ধারার অধীনে তার বিবৃতিতে আপেলকারী নিম্নোক্তভাবে আবেদন করেছিলেন:

"আমি, স্ত্রী এবং দুই পুত্র বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলাম এবং সেই সময় ল্যাম্পে আগুন ধরে যায় কিনা আমি জানি না। অনুশোচনায় আমি, স্ত্রী এবং দুই পুত্র পুড়ে গিয়েছিলাম। আমি আমার দুই পুত্রকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম, আমার হাত ও পায়ে পোড়ার আঘাত লেগেছিল। আমরা সবাই জিপে করে হাসপাতালে যাই। এরপর কী ঘটেছিল তা আমি জানি না।"

২৯. ল্যাম্পের দুর্ঘটনাজনিত পতনের মামলাটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে যদি রাজ্যের বক্তব্য অনুসারে কাঁচের ল্যাম্প পড়ে গিয়ে থাকে তবে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত এবং সেখানে কাঁচের টুকরোগুলি প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যেত যা গ্রহণযোগ্য হতে পারত। এটা খুবই সম্ভব যে কাঁচের ল্যাম্প যদি কোনো ব্যক্তির উপর পড়ে তবে কেবলমাত্র পড়েই কাঁচ ভেঙে যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি তা নরম কিছুর উপর যেমন লেপের উপর পড়ে তবে তা নাও ভাঙতে পারে। বস্তুত ল্যাম্পটি ভাঙেনি। এই পর্যায়ে আমরা আপেলকারী কর্তৃক পরীক্ষিত ডিডব্লিউ ১ এবং ডিডব্লিউ ২-এর সাক্ষ্য পরীক্ষা করতে পারি। ডিডব্লিউ ১ বলেছেন যে সেখানে কান্নার আওয়াজ ছিল এবং আপেলকারী সেখানে ছিলেন। তিনি নাকি পড়ে যাচ্ছিলেন এবং লেপ পুড়ে যাচ্ছিল এবং তাই তিনি পুড়ে গিয়েছিলেন। জেরায় সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে তিনি ঘটনার আগে তার ট্র্যাক্টরে কাজ করছিলেন। সম্ভবত তিনি বলেননি যে মৃতের ল্যাম্পের পতন এবং তার কারণে পোড়ার কথা পুলিশকে বলেছিলেন। এই বিষয়ে বিচারকারী আদালত তার সাক্ষ্যে কোনো আস্থা স্থাপন করেননি। একইভাবে উচ্চ আদালতও তার সাক্ষ্যে কোনো আস্থা স্থাপন করেননি। ডিডব্লিউ ২, আপেলকারীর তুতো ভাই, তিনিও প্রধান পরীক্ষায় বলেছেন যে ডাক্তার মৃতের পোড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মৃত ব্যক্তি নাকি বলেছিলেন যে ল্যাম্পের পতন এবং লেপের কারণে তার পোড়া লেগেছিল। এমনকি যখন তারা রেফারেল হাসপাতালে যান তখন এই বক্তব্য তার সাক্ষ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

তিনি আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে মৃতের দুটি হাত এবং পুত্রদেরও পোড়ার আঘাত লেগেছিল। এরপর তিনি সাক্ষ্য দেন যে আপেলকারী যখন আগুন নেভাচ্ছিলেন তখন তার পোড়ার আঘাত লেগেছিল। জেরায় তিনি বলেন যে তার বাড়ি ও আপেলকারীর বাড়ির মধ্যে ১৫টি বাড়ি। জিপে বলা হয়েছে যে মৃত ব্যক্তি কাউকে কিছু বলেননি।

৩০. তিনি বলেন যে এটা সত্য নয় যে তিনি বা অন্য কেউই ডাক্তারের দেওয়া চিকিৎসার সময় মৃতের সাথে ছিলেন না। তিনি আরও বলেন যে সেই সময় মৃতের শরীরে কেরোসিন এবং পোড়া কাপড়ের গন্ধ ছিল। তিনি আরও বলেন যে এটা সত্য নয় যে তিনি পুলিশকে বলেছিলেন যে ল্যাম্পের পতনের কারণে তার পোড়া লেগেছিল। প্রসিকিউটর কর্তৃক জেরায় তিনি বলেন যে বক্তব্যের সময় তিনি বলেননি যে ল্যাম্পের পতনের কারণে মৃতের পোড়া লেগেছিল।

৩১. এই সাক্ষীর বক্তব্যও বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিঃসন্দেহে, তিনি আপেলকারীর আত্মীয়।

৩২. পিডব্লিউ ৯-এর সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রদর্শনী ৬৪ এমএলসি তথ্যে দুর্ঘটনাজনিত পোড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা দেখানো হয়নি যে এই ধরনের বক্তব্য মৃতের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই তার মুখ থেকে বের হওয়া উচিত ছিল।

আপেলকারী ও তার পুত্রদের পোড়ার আঘাত

৩৩. এরপর কেবল একটি দিক বিবেচনা করার জন্য অবশিষ্ট থাকে, তা হলো আপেলকারী এবং তার দুই পুত্রের পোড়ার আঘাত। আমরা এই মত পোষণ করি যে আপেলকারী এবং তার দুই পুত্রের পোড়ার আঘাত আপেলকারী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রসিকিউশনের বিবরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আপেলকারী মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন, তিনি কেরোসিন ঢেলেছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় আঘাতের তীব্রতায় মৃত ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন এবং তার প্রতিক্রিয়া তাকে এবং তার সন্তানদের সহ একটি ছোট ঘরে অন্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনবে। নিঃসন্দেহে বিচারকারী আদালত যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপেলকারী পরবর্তীতে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছিলেন। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে আপেলকারীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মৃত স্ত্রীর দ্ব্যর্থহীন কথাগুলি তার মুখ থেকে এসেছে যা মিথ্যা বলার জন্য সচেতন না হয়ে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে দেখা করার প্রত্যাশা করতে পারে না। আমরা আপিলের কোনো গুণাগুণ দেখতে পাচ্ছি না। আপিল খারিজ করা হলো। যেহেতু আপেলকারী এই আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন, আমরা নির্দেশ দিচ্ছি যে

আপেলকারীর জামিন বাতিল করা হোক এবং অবশিষ্ট সাজা ভোগ করার জন্য আপেলকারীকে হেফাজতে নেওয়া হোক।

কল্পনাকে.ত্রিপাঠীর আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen